দুর্জয় তারুণ্যের সম্ভবনার গল্পকথা

অগ্রযাত্রা

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

SEIP
Skills for Employment Investment Program

সংস্থার রূপকল্প

একটি ন্যায্য ও
সমৃদ্ধ সমাজ।

সংকল্প

মানব মর্যাদা, সমতা,
জবাবদিহিতা, উন্নত জীবনমান
এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামগ্রিক
উন্নয়নের জন্য সমাজের রূপান্তর।

ল পর্যায়ে
প্রক্রিয়ায়
ক পর্যায়ে
ন, জোট
ী দক্ষতা
ভূমিকা

সেক্টর

অধিকার ও সুশাসন সেক্টর
কমিউনিটি অর্থায়ন
জীবন-জীবিকা ও মানব
সম্পদ উন্নয়ন

মূল্যবোধ

ন্যায্যতা
সমতা
স্বাধীনতা
র্মনিরপেক্ষতা

লক্ষ্য

টেকসই জীবন-জীবিকা সহায়ক
সম্পদের উন্নয়ন, সুশাসন
ান্বিতকরণ,অধিকারে অভিগম্যতা
ং আত্মনির্ভর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন।

ওয়েভ

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ের নাগরিক
সমাজের সংগঠন ওয়েভ ফাউন্ডেশন ১৯৯০
সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের
চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন দর্শনা শহরে
আত্মপ্রকাশ করে।

অগ্রযাত্রা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অধীনে ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দুর্জয় তারুণ্যের সম্ভাবনার গল্পকথা।

অগ্রযাত্রা

দুর্জয় তারুণ্যের সম্ভাবনার গল্পকথা

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১৮

উপদেশক

মহসিন আলী
নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ

আনোয়ার হোসেন
এস এম খালেদ মাহফুজ, পিকেএসএফ
জহির রায়হান
ইফতেখার হোসেন

গ্রন্থনা, উন্নয়ন ও গবেষণায়

আব্দুস সালাম

সহযোগিতায়

রাশিদা খাতুন
মনিরুল ইসলাম

কৃতজ্ঞতায়

SEIP, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
SEIP প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, পিকেএসএফ

আলোকচিত্র

এস এম খালেদ মাহফুজ, পিকেএসএফ
অডিও ভিজুয়্যাল ইউনিট, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

অর্থায়ন

ওয়েভ ফউন্ডেশন

প্রকাশনায়

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৩/১১, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

অলংকরণ ও মুদ্রণ

পাথওয়ে / www.pathway.com.bd

সম্পাদকীয় ৪

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১২

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ব্যবসা উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা ১৩

কেস স্টোরি ১৬

কারিগরি প্রশিক্ষণে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম ৬৪

প্রারম্ভিক পুঁজি তহবিল ৬৮

কর্মসংস্থান বিষয়ক চাকুরিদাতা সমাবেশ ৬৯

নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ৭০

সম্পাদকীয়

শিখন প্রক্রিয়ার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা। কিন্তু আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় একজন মানবসন্তানের উৎপাদনশীল সদস্য হওয়ার সুযোগ যেমন কম তেমনি আগ্রহ আরো কম। কারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামাজিক মর্যাদা কম বিধায় মেধাবীরা কর্মমুখী শিক্ষায় আগ্রহী নয়। ফলে শিক্ষার হার বাড়লেও বেকারত্বের হার কমছে না। কিন্তু এই স্বল্পশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিত যুবশক্তি যারা দেশের প্রায় ৪৯ শতাংশ মানুষ এবং যাদের বয়স ২৪ বছর বা তার নিচে তারা এক পর্যায়ে এসে দেশে-বিদেশে নিম্নমজুরি, নিম্ন কর্মপরিবেশে এবং অস্থিতিশীল অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। প্রোডাক্টিভি কম হওয়ায় আশানুরূপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কাঠামোতে তরুণদের প্রাধান্য অনেক বেশি এবং এই অবস্থা আগামী ২০৩৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আগামী ১২ বছরে, অর্থাৎ ২০৩০ সালে কর্মক্ষম জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১২ কোটি ৯৮ লাখে, যা মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। এদেশে প্রতিবছর প্রায় ২২ লক্ষ লোক শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে।

অমিত সম্ভাবনাময় তরুণসমাজকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা গেলে সরকার ঘোষিত সময়ের মধ্যে সহজেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে। সরকার এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনায় কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এক্ষেত্রে সরকারের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) পরিচালিত Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ওয়েভ ফাউন্ডেশনে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ফ্যাশন গার্মেন্টস ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেডে তরুণ জনগোষ্ঠী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তারা আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একটি টেকসই জীবন-জীবিকা নিশ্চয়তার স্বপ্ন যেমন দেখছে তেমনি তাদের সাফল্য অর্জনে সরকারি-বেসরকারি ভূমিকা অন্যদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে । সেই লক্ষ্যে এই প্রকাশনার উদ্যোগ। আমরা সফলতার গল্পগুলো নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করেছি, বাস্তবতার আলোকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের কেস-স্টাডি প্রস্তুতকরণ একটি চলমান কাজ তারই কয়েকটি তুলে ধরা হয়েছে এখানে। SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী প্রাথমিকভাবে নির্বাচনে সহায়তা করেন ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি-এর মাঠপর্যায়ের কর্মী-কর্মকর্তাগণ। তাদের কাছে প্রকল্প বিষয়ক প্রকাশনাটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে আশা করি। সর্বোপরি আমরা প্রায়ই বলি 'কর্মই জীবন, কর্মই ধর্ম', কিন্তু বিষয়টিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করা দরকার এবং সেই ক্যাম্পেইন কর্মসূচির প্রচারণাপত্র হিসেবে এই প্রকাশনা অশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শুভেচ্ছা বাণী

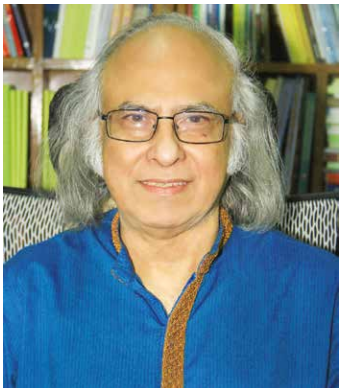

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও এর যথাযথ ব্যবহার নজরদারি করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। বর্তমানে দরিদ্রতার বহুমাত্রিকতা অনুধাবন করে পিকেএসএফ-এর চলমান কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা হচ্ছে। পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যেন সমাজে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অমিত সম্ভাবনাময় তরুণ জনগোষ্ঠীকে সঠিক প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি/কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা গেলে সরকার ঘোষিত সময়ের মধ্যে সহজেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। সরকার এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে তরুণদেরকে সুপ্রশিক্ষিত করে কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের সন্তানদের মধ্য হতে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্তদের চাহিদা তাড়িত (Demand Driven) দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (SDC)-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পের অন্যতম বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে জনসম্পদ তৈরি করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে আরও উৎপাদনশীল মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তগণ আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও ব্যক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ টেকসইভাবে নিজ নিজ জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে SEIP প্রকল্পের দুটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কোর্স ও জব-প্লেসমেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে।

তাদের এই পুস্তিকাটি প্রকাশের ফলে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন অংশীজনের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হবে যা সরকারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে বলে আশা করি। আমি ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছা বাণী

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ১৯৯০ সাল থেকেই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে নানামুখী কাজ করছে। পিকেএসএফ একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি ১৫-৩৪ বছর বয়স সীমার মধ্যে অবস্থান করছে এবং এদের একটি বড় অংশই প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে ফলে তাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা অর্জিত হচ্ছে না এবং পরিবার ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছে না। অন্যদিকে অপর একটি বড় অংশ দক্ষতার অভাবে বেকার জীবন যাপন করছে। এসব অদক্ষ এবং আধা দক্ষ তরুণ দেশে-বিদেশে নিম্ন পরিবেশে এবং নিম্ন মজুরীর কর্মে নিয়োজিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই অবস্থার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। এমনই এক প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (SDC)-এর যৌথ অর্থায়নে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি সহযোগী প্রশিক্ষণ সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে আসছে। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের পশ্চাদপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পরিবার ও ব্যক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যাতে তারা টেকসইভাবে নিজ নিজ জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন সফলতার সাথে SEIP প্রকল্পের প্রথম মেয়াদে ফ্যাশন গার্মেন্টস ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং বিষয়ক দইুটি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করে এবং সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জব-প্লেসমেন্ট পরিচালনা করছে। SEIP প্রকল্পের সফলতাগুলোকে ধরে রাখতে ওয়েভ ফাউন্ডেশন একটি প্রকাশনা করতে যাচ্ছে জেনে খুব খুশি হয়েছি। ওয়েভ ফাউন্ডেশন এগিয়ে যাক তার সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে, এই কামনা নিরন্তর।

শুভেচ্ছা বাণী

মহসিন আলী
নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন জন্মলগ্ন থেকেই মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে আসছে। আমরা জানি, দেশে বর্তমানে শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত-স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বিরাট জনগোষ্ঠী বেকার। বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে যারা খণ্ডকালীন বা মেয়াদি কাজ করে তাদের কোন সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কোন কোন গবেষণার মত অনুযায়ী এ সংখ্যা ৪ কোটির উপরে। বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লক্ষের বেশি, যার বেশিরভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশ। সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রথম থেকে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী এবং উন্নয়ন কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে নানামুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০০৩ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলা সদরে সংস্থার আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে কৃষিকাজ ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা গঠনের লক্ষ্যে জেলার অদূরে কোষাঘাটায় অন-ফার্ম ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি 'সকলের জন্য কম্পিউটার স্বাক্ষরতা'সহ বিভিন্ন বিষয়ে বেকার যুবদের ৩-৬ মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এ সেন্টারের অধীনে ২০১৬ সাল থেকে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ফ্যাশন গার্মেন্টস্ ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং কোর্স বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে কর্মসংস্থানের পথে নানাবিধ বাঁধা ও সেইসব বাঁধা অতিক্রমের পর সফলতা নানাবিধ গল্পগুচ্ছকে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একত্রিত করে একটি প্রকাশনা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস এসব সম্ভাবনাময় তরুণদের সফলতার গল্প আগামীর তরুণদের উৎসাহিত করবে। এমন একটি মহতী উদ্যোগে সহযোগিতা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্প এবং পিকেএসএফ-এর SEIP প্রকল্প পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আগামীতে ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর SEIP প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে আরও উদ্যোগী ভূমিকা পালনের আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলের সাফল্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছা বাণী

মোঃ ফজলুল কাদের
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

তরুণরাই যে কোন দেশের মূল্যবান সম্পদ ও উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এ অমিত সম্ভাবনাময় তরুণ জনগোষ্ঠীকে সঠিক প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব হলে সরকার ঘোষিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ দ্রুত একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে। সরকার এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে তরুণদেরকে সুপ্রশিক্ষিত করে কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনায় কর্মমুখী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি ১৫-৩৪ বছর বয়স সীমার মধ্যে অবস্থান করছে এবং এই বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। এর ফলে তাদের নিম্নমানের উৎপাদনশীলতা পরিবার ও দেশের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখতে পারছে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ত্বরান্বিতকরণে বৈদেশিক রেমিট্যান্সের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কর্মরত সিংহভাগ বাংলাদেশিই অদক্ষ অথবা স্বল্প দক্ষ, যারা নিম্ন কর্মপরিবেশে নিম্ন মজুরির কর্মে নিয়োজিত। তাই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিট্যান্সের উচ্চপ্রবাহ নিশ্চিতকরা সম্ভব।

পিকেএসএফ বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শন অনুসরণ করে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আর্থিক সেবার বহুমুখীকরণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের পশ্চাদপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চাহিদা-তাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ বাংলাদেশ সরকার-এর সহযোগিতায় Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ওয়েভ ফাউন্ডেশন এ প্রকল্পের অন্যতম একটি সহযোগী সংস্থা এবং সংস্থাটি উৎসাহের সাথে SEIP প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর সাথে একযোগে কাজ করছে।

প্রকল্পের সফলতাগুলোকে অংশীজনদের কাছে একটি প্রকাশনার মাধ্যমে তুলে ধরতে ওয়েভ ফাউন্ডেশন যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। এ ধরণের উদ্যোগ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও ভাবমূর্তি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

শুভেচ্ছা বাণী

মোঃ আবুল কাশেম
প্রকল্প সমন্বয়কারী, SEIP ও উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

কোন দেশের সিংহভাগ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর উৎপাদনশীল কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। বাজার চাহিদানুযায়ী দক্ষ কর্মী সৃষ্টি এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী হওয়া সত্ত্বেও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবে চাকুরির বাজারে ক্ষেত্রভিত্তিক কর্মচাহিদা পূরণ হচ্ছে না। যথাযথ দক্ষতার অভাবে কর্মীরা তাই নিম্ন বেতন ও সীমিত সুযোগ-সুবিধার চাকুরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। ক্রমবর্ধমান এই কর্মী চাহিদা পূরণে ও টেকসই কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী তৈরির পাশাপাশি গুণগতমানসম্পন্ন কর্ম-পরিবেশের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

চাহিদা তাড়িত প্রশিক্ষণ এবং টেকসই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (SDC)-এর যৌথ অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে (1st Trancee) ওয়েভ ফাউন্ডেশন দর্শনা, চুয়াডাঙ্গায় ফ্যাশন গার্মেন্টস এবং মোবাইল ফোন সার্ভিসিং কোর্সে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং প্রশিক্ষণপূর্বক জব-প্লেসমেন্টের মান এ পর্যন্ত আশানুরূপ হয়েছে। বিশেষ করে, প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিতদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন তার প্রশিক্ষণ ও জব-প্লেসমেন্টের ফলাফলগুলিকে ছাপার অক্ষরে সনির্বন্ধ করতে যে মহতী উদ্যোগ নিয়েছে তার জন্য আমি প্রকল্প সমন্বয়কারী হিসেবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওয়েভ ফাউন্ডেশন আরো ভাল কাজ করুক, এগিয়ে যাক সাফল্যের দিকে।

শুভেচ্ছা

আনোয়ার হোসেন
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

শিক্ষা মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে তাকে সামর্থ ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ফলে মানব জীবনের নিত্যনতুন কর্মদিগন্ত খুলে গেছে। ফলে বংশানুক্রমিক পেশাগত বৃত্তি অবলম্বন করে নিশ্চিত জীবনযাপনের দিন ফুরিয়েছে। বরং নিত্যনতুন যে কর্মদিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে তার সঙ্গে বিশেষায়িত শিক্ষার যোগ হয়ে পড়েছে অপরিহার্য। কর্মমুখী শিক্ষা স্ব-কর্মসংস্থানের নানা সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং তা ফলতঃ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এই কারণে আধুনিক বিশ্বে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কর্মমুখী শিক্ষা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। সর্বোপরি কারিগরি শিক্ষা ছাড়া অধিক জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করা অসম্ভব। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হতে গেলে উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত উন্নয়ন আবশ্যক, যার ধারাবাহিকতা এবং মাধ্যম হলো কারিগরি শিক্ষা।

২০১৬ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর মতে বাংলাদেশে এখনও প্রায় ৪ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার ১৪.২%। প্রতিবছর নতুন ১৩ লাখ বেকার শ্রমবাজারে আসছে। আর এই উপলব্ধির জায়গা থেকে দেরিতে হলেও বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপশি এই Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প চালু করেছে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ওয়েভ ফাউন্ডেশন ২০১৬ সাল থেকে ফ্যাশন গার্মেন্টস ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেডে এ পর্যন্ত প্রায় চারশত বিশটি দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং যাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যককে উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে। তাদের এই সাফল্যগাঁথাকে ধরে রাখতে এই প্রকাশনা। দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসার ও বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের উন্নয়নে অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত। এর জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর তত্ত্বাবধানে SEIP প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছা

আব্দুস সালাম
ফোকাল পার্সন, SEIP
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

শিক্ষাকে যদি মানব উন্নয়নের একটি সূচক ধরা হয়, তাহলে সেই শিক্ষার ধরনটা এমন হওয়া উচিত, যেখানে জ্ঞান জিজ্ঞাসা সৃষ্টি, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ও কর্মদক্ষতা সৃষ্টির পাশাপাশি প্রাপ্ত শিক্ষাকে ব্যবহার করে একজন শিক্ষার্থী জীবনধারণে সক্ষম হবে এবং ক্রমশ উন্নতি করবে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে দক্ষ, মেধাবী এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তির বিকল্প নেই। বিশ্বে প্রযুক্তির নানামুখী চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বাংলাদেশের সামনে অনেক সুযোগ এনে দিয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য দেশীয় ও বৈশ্বিক কর্মবৈচিত্রতার নিরিখে দেশের কর্মক্ষম মানুষকে অধিকতর সৃজনশীল ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশীজন হিসেবে ওয়েভ ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও যথাযথ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আন্তরিক দৃঢ়তার সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ দেশের জনশক্তির একটি অংশকে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করে তাদেরকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে একটি ন্যায্য ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবো বলে আমরা বিশ্বাস করি। কাজটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে আমার টিমের সকল সদস্য, পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সকল স্তরের কর্মী-কর্মকর্তাসহ আমাদের সংস্থার যারাই সহযোগিতা করছেন তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েভ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী দক্ষতা উন্নয়ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে জনসম্পদ তৈরি করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে আরও উৎপাদনশীল মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় Skills For Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পের আওতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন ফ্যাশন গার্মেন্টস ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং দুটি কোর্স পরিচালনা করছে। সংস্থার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের উঠান বৈঠক, পোস্টারিং, অনলাইন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচারণা করে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহীদের দরখাস্ত আহবান করা হয়। ইউনিট পর্যায় থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের পর সরাসরি মৌখিক সাক্ষাতকারের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়। পর্যাপ্ত আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ, মনোরম আবাসিক ব্যবস্থাপনা, চাহিদামত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন, প্রশিক্ষকদের ঐকান্তিক আন্তরিকতা এবং সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিবিড় তত্ত্বাবধান প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়। নির্ধারিত কারিগরি বিষয়ের পাশাপাশি উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক সেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণে ও মনোবল বৃদ্ধিতে নির্ধারিত সেশনের মাঝে চলে বিভিন্ন রকম উদ্দীপক খেলা। গুণগত উচ্চমানের প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রকল্প মেয়াদকালে এপর্যন্ত দুটি কোর্সে মোট ১৭ ব্যাচ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। সকাল ৯ টায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং শেষ হয় বিকাল ৫ টায়। প্রকল্পের জব-প্লেসমেন্ট অফিসার প্রত্যেককে কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে নিয়মিত জব কাউন্সিলিং করেন। প্রশিক্ষণার্থী বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর ৩ মাসের মধ্যে কর্মে নিয়োগের জন্য সরেজমিনে এবং টেলিফোনে চলে নিবিড় যোগাযোগ। মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানে চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ করানো এবং স্ব-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংস্থার পক্ষ থেকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

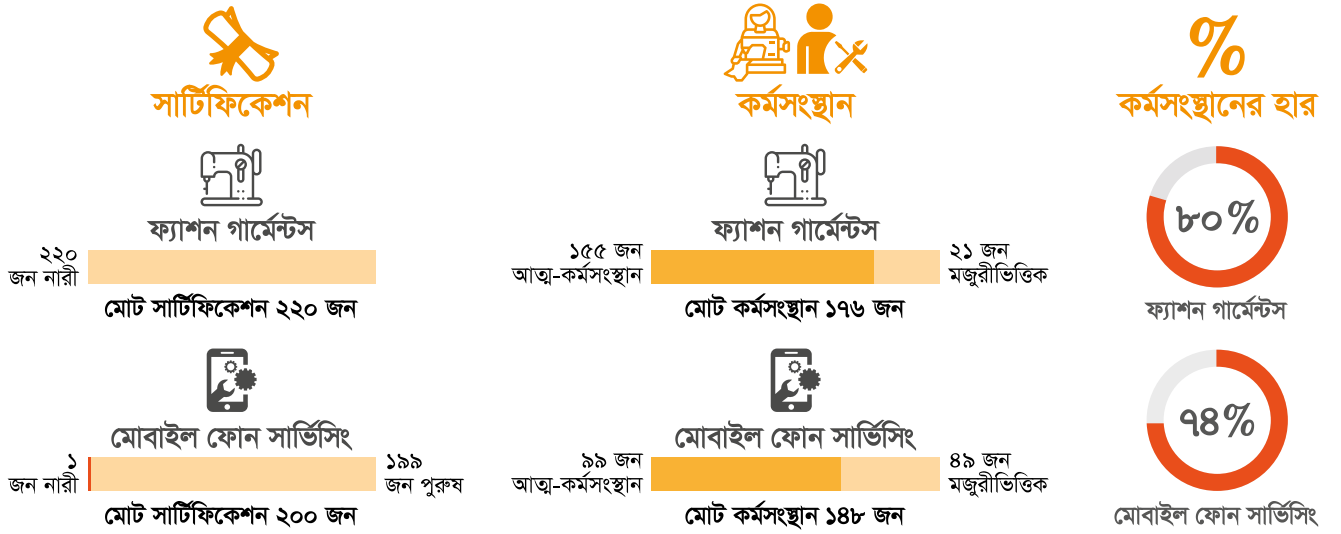

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ব্যবসা উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা

SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পরে টেকসই উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে বিশেষায়িত ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য পিকেএসএফ Startup Capital (প্রারম্ভিক পুঁজি) নামে একটি বিশেষ ঋণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে, যা প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যবধি মাঠপর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও SEIP প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্য হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন অগ্রসর ঋণ বিতরণ করছে।

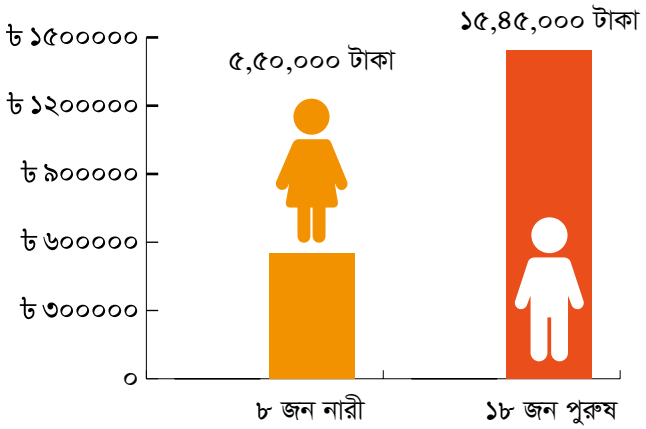

সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণ ২০,৯৫,০০০ টাকা

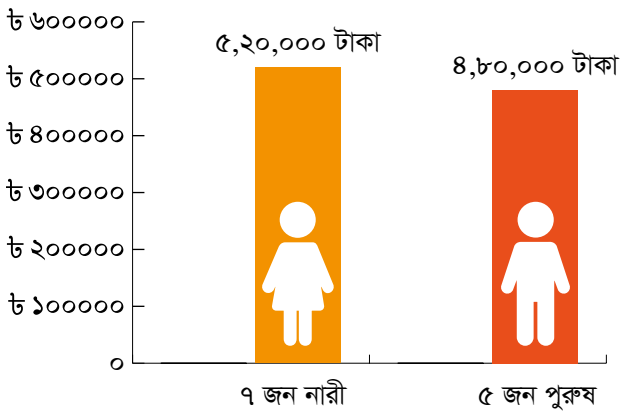

স্টার্টআপ ক্যাপিটাল ঋণ ১২ জন, ১০ লক্ষ

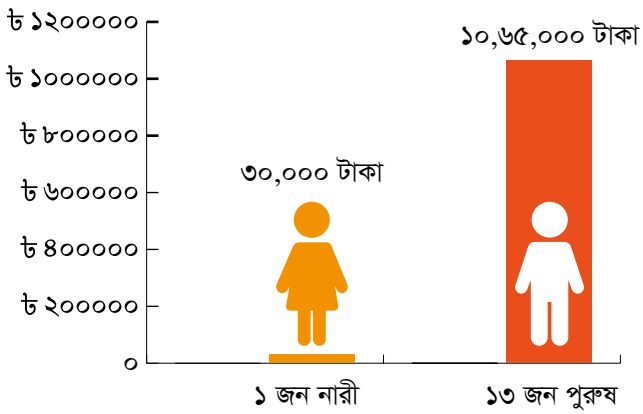

অগ্রসর ঋণ ১০,৯৫,০০০ টাকা

অসহায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে চায় খুরশিদা

বাবা-মায়ের ৩ সন্তানের একমাত্র মেয়ে খুশি। ১০ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয়। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে সংসার যখন ভেঙ্গে গেলো তখন চার বছরের ছেলেসহ ফিরে এলো বাবার বাড়িতে। বাবা সাইকেল মেকানিক হওয়ায় পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁদের খরচ বহন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবন-জীবিকার তাগিদ এবং ছেলেকে মানুষ করার প্রত্যয়; সব মিলিয়ে স্বেচ্ছায় আসেন ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে এবং ফ্যাশন গার্মেন্টস বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময় একটি টেইলর শপ দিতে পাশে পায় দূর সম্পর্কের এক ভাই, যিনি পুঁজি হিসেবে এক লাখ টাকা দিয়ে সহায়তা করেছেন। ঐ টাকা পুঁজি করে প্রতিষ্ঠা করেন খুশি মডার্ন টেইলার্স। যেখানে কর্মসংস্থান হয় আরও তিনজন অল্পবয়সী স্বামী পরিত্যক্তা নারীর। টেইলর শপে তাঁর সাধারণ সেলাই মেশিনের পাশাপাশি রয়েছে এমব্রয়ডারি মেশিন, যা দিয়ে তাঁরা পোশাকের উপর নানা ডিজাইন করেন। অল্পদিনে এলাকায় তাঁর কাজের প্রশংসা হওয়ায় ব্যবসা প্রসারিত হতে থাকে। সামাজিকভাবেও তিনি এখন মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করছেন। ভবিষ্যতে একটা মিনি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্তত ১০ জন অসহায় নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে চায় খুশি।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। টেইলারিং-এর কাজ শিখে আমি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারছি, আমার এক পাশে SEIP প্রকল্প ও অন্য পাশে আমার সেই ভাই আমার পথকে আরও সহজ করে দিয়েছে।

খুরশিদা পারভিন খুশি

বয়স : ২৭ বছর

শিক্ষা : ১০ম

মাসিক আয় : ১০,০০০ টাকা

কোর্স : ফ্যাশন গার্মেন্টস

ব্যাচ : ৭ম

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৫০০০০৯৪৮০

পিতা : খালেক ভুলু

মাতা : আনজুরা খাতুন

পরিবার : বাবা, মা, ভাই, বোন, ভাবী ও সন্তানসহ মোট ৮ জন

ঠিকানা : বাসষ্ট্যান্ড সিএন্ডবি পাড়া, দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা

SYMPHONY
WALTON

R.K মোবাইল

আত্মপ্রত্যয়ী রাকিবুল “আর কে মোবাইল হসপিটাল”-এর কর্ণধার

অভাব-অনটনের কারণে ২০১২ সালে এসএসসি পাশের পর রাকিবুলের আর পড়া হয়নি। বেকার জীবনের এক পর্যায়ে সে তাঁর খালাতো ভাইয়ের মোবাইল ফোন সার্ভিসিং-এর দোকানে গিয়ে সময় কাটাতো। এরপর বাড়ি ছেড়ে ঢাকাতে কিছুদিন একাজ-সেকাজ করে কাটায়। ভাল কিছু করতে না পেরে শেষে এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে। আবারও সেই অনিশ্চিত দুঃসহ বেকার জীবন। পরের কথা, SEIP প্রকল্পের মোবাইল ফোন সার্ভিসিং কোর্সের প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের থেকে কিছু টাকা জোগাড় করে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে আর কে মোবাইল হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করে। ব্যবসা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সে ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর প্রারম্ভিক তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং-এর পাশাপাশি মোবাইল সেট ও যাবতীয় খুচরা উপকরণ বিক্রয় করছে। এখন প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মালামাল তাঁর দোকানে রয়েছে। ইতোমধ্যে সে তাঁর ডিলারের কাছ থেকে বেস্ট সেলার হিসেবে বিশেষ সম্মাননা স্মারক পেয়েছে।

> বেকার থাকা অবস্থায় পরিবার ও সমাজ অবজ্ঞার চোখে তাকাতো। কিন্তু এখন সবাই সমীহ করে। বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানেও এখন আমাকে ডাকে।

রাকিবুল ইসলাম

বয়স : ২৬ বছর

শিক্ষা : এসএসসি

মাসিক আয় : ১২,০০০ টাকা

কোর্স : মোবাইল ফোন সার্ভিসিং

ব্যাচ : ১ম

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৫০০০০৩৫৩৩

পিতা : নূর ইসলাম

মাতা : আয়েশা খাতুন

পরিবার : বাবা, মা ও ৩ ভাই

ঠিকানা : পীরপুরকোল্লা, কার্পাসডাঙ্গা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা

স্বামীর মৃত্যুশোকে দিশেহারা স্বপ্নার মুখে স্বপ্ন জয়ের হাসি

স্বামীর মৃত্যুতে দিশেহারা এক সন্তানের জননী স্বপ্না। বাবা একজন সাদাসিধে প্রান্তিকচাষী, মা একজন অগ্রসর গৃহকর্ত্রী। ২০১০ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে পরিবারের ইচ্ছে মতে স্বপ্নার বিয়ে হয়। পরের বছর সে এক পুত্র সন্তানের মা হয়। তবু লেখাপড়া বন্ধ করেনি। ২০১২ সালে এসএসসি পাস করে। সন্তানের বয়স যখন ৫ বছর তখন তাঁর স্বামী মারা যায়। ছেলেকে নিয়ে মায়ের সংসারে ঠাঁই হয়। ২০১৬ সালে প্রশিক্ষণ শেষে মা তাঁকে একটা সেলাই মেশিন কিনে দিলে বাড়িতে বসেই অর্ডারি পোশাক তৈরি করা শুরু করে। অন্যদের চেয়ে কাজের মান ভাল হওয়াতে অনেক দূর-দূরান্ত থেকেও তাঁর কাছে কাস্টমার আসতে থাকে। দিনে দিনে আয় বাড়তে থাকে। তাঁর আত্মকর্মসংস্থানে আগ্রহ দেখে ওয়েভ ফাউন্ডেশন প্রারম্ভিক তহবিল হতে এক লক্ষ ঋণ টাকা প্রদান করে। কাজ বাড়াতে আরো দুইটা মেশিন কিনে বাড়ির পাশের ২ জন মেয়েকে কাজ শিখিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করায়। বাড়িতে বেশকিছু ছিট কাপড়ও রেখেছে। নিজের আয় থেকে শখের গহনা তৈরি, ব্যাংক-এ নিয়মিত সঞ্চয়, গরু কিনে বাড়িতে পালন করতে পেরে সে ভীষণ খুশি। সামাজিকভাবে তাঁর পরিচিতি ও সম্মান বেড়েছে। ভবিষ্যতে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে বাজারে ঘর নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করার স্বপ্ন দেখে।

নিজেকে আর অসহায় মনে করি না। বরং বাপ-ভাইকে সাহায্য করতে পারছি, ছেলের জন্য ব্যাংকে কিছু টাকা জমা করতে পারছি। সবই সম্ভব হয়েছে আত্ম-কর্মসংস্থান ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য পিকেএসএফ-এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

স্বপ্না খাতুন

বয়স : **২৪ বছর**

শিক্ষা : **এসএসসি**

মাসিক আয় : **৯,০০০ টাকা**

কোর্স : **ফ্যাশন গার্মেন্টস**

ব্যাচ : **২য়**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০২২৮০**

পিতা : **শওকত আলী**

মাতা : **রহিমা বেগম**

পরিবার : **বাবা, মা, ২ ভাই, ১ ভাবী, ভাইয়ের ১ সন্তান ও নিজের ১ সন্তান**

ঠিকানা : **কেশবপুর, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা**

DIESEL
MOTORSPORTS

সফলতার দ্বারপ্রান্তে সাজেদুল

উপজেলা সদর থেকে ৬/৭ কিলোমিটার উত্তরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামীণ ব্যবসাকেন্দ্র গান্নাবাজার। বাজার থেকে ২/৩ কিলোমিটার দূরে সাজেদুলের গ্রাম ইকরা। বাবা-মায়ের দুই সন্তানের মধ্যে সে বড়। বাবা ক্ষুদ্র চাষী ও মৌসুমী ফল বিক্রেতা। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে ছেড়ে দেওয়ার পর মাঝে মাঝে ইলেকট্রিকের কাজ করে বেড়াতো, বাকি সময় বেকার। বাবা-মায়ের অসন্তুষ্টি টের পেত সাজেদুল, কিন্তু কি করবে বুঝতে পারতো না। সুযোগ এলো ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং-এর প্রশিক্ষণ গ্রহণের। প্রশিক্ষণ পরবর্তী দূরদর্শী সাজেদুল নিজেকে পরিপক্ক করতে বাড়িতেই অল্প-বিস্তর সার্ভিসিং-এর কাজ শুরু করে। পাশাপাশি যুব উন্নয়ন থেকে রেফ্রিজারেটর সার্ভিসিং-এর কোর্স করে। এবার নিজের বহুমুখী দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বাবার সহযোগিতায় গান্নাবাজারের একটি মার্কেটে ৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠা করে সার্ভিসিং পয়েন্টটি। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ও মোবাইলের খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রয় তার মূল কাজ। এর পাশাপাশি রেফ্রিজারেটর সার্ভিসিং করে থাকে। ইতোমধ্যে ৩ হাজার টাকা বেতনে একজন সহকারী মেকানিক রেখেছে। এই কাজের পাশাপাশি আরো যোগ করতে যাচ্ছে ভিডিও এডিটিং-এর কাজ। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সাজেদুল।

ট্রেনিং নিয়ে দক্ষ হয়েছি। অনেককে উৎসাহ দিচ্ছি। আমার জীবন এই লাইনে কাটাতে চাই।

সাজেদুল রহমান

বয়স : ১৯ বছর

শিক্ষা : ১০ম শ্রেণি

মাসিক আয় : ১২,০০০ টাকা

কোর্স : মোবাইল ফোন সার্ভিসিং

ব্যাচ : ৩য়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৫০০০০৭২৯২

পিতা : আইয়ুব আলী

মাতা : মাফিয়া খাতুন

পরিবার : বাবা, মা ও ২ ভাই

ঠিকানা : ইকরা, গান্নাবাজার, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ

সুরাইয়া ইসলাম লতা, সংগ্রামের এক গল্পগাঁথা

সুরাইয়া ইসলাম লতা শুধু কঠোর পরিশ্রমী নয়, খুবই সাহসী নারী। ২০০০ সালে গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে দুবাই, মরিসাস, জর্ডান হয়ে ২০০৬ সালে দেশে ফিরে আসেন। স্বামী ক্ষুদ্র হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যবসার অবস্থা ভাল নয়। যেহেতু নিজে কাজ করা মানুষ তাই স্বামীর পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে সেলাই মেশিন কিনে বাড়িতে পাড়ার নারী-শিশুদের পোশাকের অর্ডারি কাজ শুরু করেন। প্রথমত তিনি ৩০ হাজার টাকার ছিট কাপড় তুলে ব্যবসা শুরু করেন। অন্যদের দিয়ে তৈরি পোশাক বিক্রি করাতে প্রথম দিকে বেশ কিছু টাকা হারাতে হয়েছে। পরে সিদ্ধান্ত নেয় যা করার নিজেই করবে। সামাজিকভাবে পাড়ার লোকেরা প্রথম দিকে নানান নেতিবাচক কথাও বলেছে। কিন্তু দমে যাননি লতা, লেগেই ছিলেন নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। ওয়েভ ফাউন্ডেশন প্রারম্ভিক তহবিল হতে লতাকে এক লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে। নিজে কাজ করার পাশাপাশি পাড়ার ২ জনকে কাজ সরবরাহ করেন। সাথে থানকাপড়, শাড়ী, থ্রী-পিচ, ওড়নাসহ নানাবিধ প্রোডাক্ট ব্যবসায় যুক্ত করছেন। তাঁর ইচ্ছা একটা মিনি গার্মেন্টস করার, একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর বিশ্বাস প্রতিটি নারী ইচ্ছে করলে অসম্ভবকে জয় করতে পারে।

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বর্তমানে এই জায়গায় দাঁড়িয়েছি। আমি আরো বড় কিছু করতে চাই।

সুরাইয়া ইসলাম লতা

বয়স : **৩৩ বছর**

শিক্ষা : **অষ্টম শ্রেণি**

মাসিক আয় : **১২,০০০ টাকা**

কোর্স : **ফ্যাশন গার্মেন্টস**

ব্যাচ : **৩য়**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৩৪৮৬**

স্বামী : **রিপন আলী**

পরিবার : **স্বামী, নিজে ও দুই সন্তান**

ঠিকানা : **আজমপুর, দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা**

রাকিব হাসান, মোবাঃনং ০১৩৩২-৭৭৭৭৬৪, এখানে কসমেটিক্স, গিফট, মোবাইল বিক্রি ও সার্ভিসিং
airtel 4G+
1.5GB

পরিবারের স্বপ্ন সারথি রাকিব

এইচএসসি পাশ করেই চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল রাকিব। বড় ভাই তেমন কিছু না করায় পরিবারে একটা অশান্তি বিরাজমান ছিল। চাকরির কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় যখন সে হতাশায় নিমজ্জিত তখনই পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সংস্থা (পিএসকেএস)-এর মাধ্যমে আসেন মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ নিতে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তাঁর একাগ্রতা দেখেই বোঝা যেত এ ছেলে একদিন কিছু একটা করবেই। সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করে গ্রামের বাজারেই শুরু করে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং সেন্টার। কিছুদিন পরেই ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে ৬০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ ও পরিবারের সহযোগিতায় এ বাজারেই বড় একটি পজিশন নিয়ে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং-এর পাশাপাশি গড়ে তুলেছে আর এস কসমেটিকস এন্ড টেলিকম। বর্তমানে দোকান পরিচালনায় এক চাচাত ভাইয়ের সহযোগিতা নেয়। এখন পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁর সক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

যখন বেকার ছিলাম জীবনের বাস্তবতা দেখেছি। এখন আমি আমার ব্যবসা বড় করা ছাড়া আর কিছুই ভাবছি না।

মোঃ রাকিবুজ্জামান রাকিব

বয়স : **২৩ বছর**

শিক্ষা : **এইচএসসি**

মাসিক আয় : **১০,০০০ টাকা**

কোর্স : **মোবাইল ফোন সার্ভিসিং**

ব্যাচ : **৬ষ্ঠ**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৯৬৮৫**

পিতা : **মোঃ সিরাজুল ইসলাম**

মাতা : **রোকেয়া বেগম**

পরিবার : **বাবা, মা, ২ ভাই, ২ বোন**

ঠিকানা : **মোনাখালি, মুজিবনগর, মেহেরপুর**

ING MAN

মিনি গার্মেন্টস-এর স্বপ্ন দেখে রওশন আরা

স্বামী ঢাকাতে একটি ছোট চাকরি করেন। পরিবারকে ঢাকায় নেয়ার মতো সামর্থ্য তার হয়নি। একজন উদ্যোগী ও আগ্রহী মানুষ হওয়ায় স্বামীকে সংসার চালাতে সহযোগিতা করার জন্য নিজ উদ্যোগে ফ্যাশন গার্মেন্টস কোর্সে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে নিজেদের জমানো ৫০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে চুয়াডাঙ্গার মালোপাড়ার বাড়িতে ব্যবসা শুরু করেন। দুটো মেয়েকে সাথে নিয়ে তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করেন। নিজে অর্ডারি কাজ করেন, দোকান থেকে অর্ডার নিয়েও কাজ করে থাকেন। হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, এ্যাপলিক, নকশী ইত্যাদি গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পোশাক তৈরি করেন। বাড়িতে বসেই তাঁর ব্যবসার প্রসার ঘটে। প্রথম দিকে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এখন তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। ভবিষ্যতে মিনি গার্মেন্টস করার ইচ্ছা, যেখানে অনেক নারীর কর্মসংস্থান হবে।

আমার ইচ্ছা, আমি একটা মিনি গার্মেন্টস করবো যেখানে অনেক মেয়ের কাজের ব্যবস্থা হবে।

রওশন আরা

বয়স : ৩০ বছর

শিক্ষা : ৮ম

মাসিক আয় : ১২,০০০ টাকা

কোর্স : ফ্যাশন গার্মেন্টস

ব্যাচ : ৬ষ্ঠ

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৫০০০০৮৪০২

পিতা : দিরাজ শেখ

মাতা : হিয়াতুন নেছা

পরিবার : স্বামী-স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে এবং ১ ভাই

ঠিকানা : মালোপাড়া, কেদারগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা

স্বপন আজ তাঁর স্বপ্নের বাহক

বাবা বর্গাচাষী। বড় ভাই ড্রাইভার, ঢাকায় থাকে। ইলেকট্রনিক্স মেকানিক হওয়ার ইচ্ছায় বিভিন্ন দোকানে কাজ করে সে রকম সুবিধা করতে না পেরে SEIP প্রকল্পে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে এলাকার বাজারের এক বড় ভাইয়ের দোকানে প্রাথমিকভাবে ব্যবসা ও কাজ বুঝতে থাকে। অল্প দিনেই সে বুঝলো কাজটি বেশ ভাল। কাস্টমার ভালই আসছে। তাই নিজ বাড়ি দর্শনার দোস্ত বটতলা বাজারে 'আপন টেলিকম এন্ড মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার' নামে একটি দোকান দেয়। সার্ভিসিং-এর পাশাপাশি সে মোবাইলের খুচরা যন্ত্রাংশ এলাকার বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করে। মার্কেটিং-এর সুবিধার জন্য একটি মোটর সাইকেল কিনে। প্রতিদিন সকাল হতে বিকাল পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন মার্কেটের মোবাইল সার্ভিসিং দোকানে ঘুরে ঘুরে মালামালের অর্ডার সংগ্রহ, সেগুলি সরবারহের ব্যবস্থা এবং সন্ধ্যায় নিজের দোকানে বসে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং-এর কাজ করা; এসমস্ত কাজ নিয়ে চলছে যুবক স্বপন আলীর প্রতিদিনকার রুটিন। ব্যবসায় আরো পুঁজির দরকার পড়াতে একলক্ষ টাকার প্রারম্ভিক ঋণ গ্রহণ করে। দুজন কর্মচারীসহ নিজে তাঁর এ ব্যবসা পরিচালনা করছে। মাসিক ভিত্তিতে সে ৪০-৫০ হাজার টাকার যন্ত্রাংশ কিনে। ব্যবসাটি দাঁড় করিয়ে সে বেশ সুখী।

এখন ইচ্ছে মত শখের জিনিস কিনতে পারি। পরিবারের কারো অসুখ হলে ভাল ডাক্তার দেখাতে পারি। ব্যবসাটি আরো বড় করতে চাই, যেখানে আরো কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

স্বপন আলী

বয়স : ১৮ বছর

শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি

মাসিক আয় : ১০,০০০-১২,০০০ টাকা

কোর্স : মোবাইল ফোন সার্ভিসিং

ব্যাচ : ২য়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৫০০০০৫৪০৩

পিতা : মোহাম্মদ আলী

মাতা : শরিফা বেগম

পরিবার : বাবা, মা, ২ ভাই, ১ বোন ও ১ ভাবী

ঠিকানা : দোস্ত মোল্লাপাড়া, নেহালপুর, সদর, চুয়াডাঙ্গা

স্বামীকে সহযোগিতা করতে পেরে ভীষণ খুশি পলি

নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা শারমিন সুলতানা পলি। সন্তানদের লেখাপড়া আর সংসার খরচ চালাতে স্বামীকে একা হিমশিম খেতে হয়। সংসারের আয় বলতে মাত্র দুই বিঘা জমির চাষাবাদ আর বাড়ির সাথে ছোট্ট কাপড়ের দোকান, যা আবার কর্মচারীর মর্জি নির্ভর। প্রশিক্ষণ শেষে পলি নিজেই কাপড়ের দোকান দেখাশুনা শুরু করেন এবং পাড়া-মহল্লার নারী ও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের অর্ডারি কাজ নিতে শুরু করেন। পরের ব্যাচে তাঁর নিজের কলেজপড়ুয়া মেয়েকে একই প্রশিক্ষণ নিতে পাঠান। বর্তমানে স্বামীর দোকানে মেয়েসহ আরো দুজন কর্মচারী নিয়ে জমিয়ে চালাচ্ছে অর্ডারি কাজ।

ইতোমধ্যে ৭০ হাজার টাকা প্রারম্ভিক ঋণ গ্রহণ করেছেন। নিজস্ব পুঁজি ও গৃহীত ঋণ দিয়ে ব্যবসাটাকে বড় করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। সব সময় ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেন। স্বামীর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভারতে গেলে তিনি তাঁর লাভের টাকায় চিকিৎসা খরচ চালান। সকলকে সাথে করে পলি তাঁর বাড়ির ছাদে আগামী এক বছরের মধ্যে একটি মিনি গার্মেন্টস গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন।

মিনি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করে অনেক মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই।

শারমিন সুলতানা পলি

বয়স : **৩৫ বছর**

শিক্ষা : **৭ম শ্রেণি**

মাসিক আয় : **১০,০০০ টাকা**

কোর্স : **ফ্যাশন গার্মেন্টস**

ব্যাচ : **৪র্থ**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৫৩৭৪**

স্বামী : **শুকুর আলী**

পরিবার : **স্বামী, স্ত্রী ও ১ মেয়ে, ১ ছেলে**

ঠিকানা : **মিনহাজপুর, বাঁকা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা**

কারিগরি দক্ষতাই হানিফের দুঃসময়ের বন্ধু

সাত ভাই-বোনের মধ্যে আবু হানিফ পঞ্চম। বাবার একটি চায়ের দোকান পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এইচএসসি পড়ুয়া হানিফের পড়াশুনা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। দিশেহারা হানিফ মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ শেষে পরিবার থেকে ৩০ হাজার টাকা এবং মায়ের নামে ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ মোট ৪০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে আকন্দবাড়িয়া বটতলা বাজারে ভাড়ায় নেয়া দোকানে শুরু করেছেন মোবাইল ফোন সার্ভিসিং সেন্টার। নিজের পড়াশুনার খরচ, সপ্তাহ শেষে ঋণের কিস্তি শোধ করেও সহযোগিতা করে পরিবারকে। নিজের প্রতিষ্ঠা ও পরিবারের দারিদ্রতার শৃঙ্খল ভাঙতে তাঁর এই নিরন্তর যুদ্ধকে পরিবার অনেক গুরুত্বের সাথে দেখে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সে এখন মর্যাদার আসনে আসীন। ভবিষ্যতে হানিফ এ পেশায় আরো উন্নতি করতে চায়।

অভাব কাকে বলে আমি জানি। আমি আমার বাবাকে সংসার চালাতে সহযোগিতা করতে পারছি এটাই আমার জন্য আনন্দের ব্যাপার। আমি বর্তমান পেশাটাকেই ধরে রাখতে চাই, যেটি আমার দুঃসময়ের বন্ধু।

আবু হানিফ

বয়স : **১৯ বছর**

শিক্ষা : **এইচএসসি**

মাসিক আয় : **৭,০০০ টাকা**

কোর্স : **মোবাইল ফোন সার্ভিসিং**

ব্যাচ : **৫ম**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৯৫৯৬**

পিতা : **আতিয়ার রহমান**

মাতা : **রেখা বেগম**

পরিবার : **বাবা, মা ও ৭ ভাই-বোন**

ঠিকানা : **আকন্দবাড়িয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা**

এখন পরিবারে ভরসার নাম শেফালী

ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর দর্শনা ইউনিট-০০১ অধীনস্থ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত আদর্শ মহিলা সমিতির সদস্য শেফালী খাতুন। অল্প বয়সে বাবা-মা শেফালী খাতুনকে বিয়ে দিয়ে দেন। জমিজমা নেই, দিনমজুরিই ছিল স্বামীর পেশা। স্বামী অলস প্রকৃতির লোক, ১ দিন কাজ করলে ৩ দিন বসে থাকেন। ২ ছেলে-মেয়ের লেখা পড়ার খরচ, খাওয়া-পরা সামলাতে তিনি হিমশিম খাচ্ছিলেন। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পুরাদস্তুর সংসারী নারী SEIP প্রকল্পের ফ্যাশন গার্মেন্টসে ৩ মাসের আবাসিক প্রশিক্ষণটি মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ করেন শেফালী খাতুন। কিছুদিনের মধ্যেই পুরাতন সেলাই মেশিন কিনে বাড়িতে বসে গ্রামের মানুষের ও বাজার থেকে অর্ডার নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। পাশাপাশি ব্লক-বাটিকের কাজ করে দোকানে দোকনে দিয়ে আসেন। এভাবে প্রত্যেক মাসে গড়ে ১০ হাজার টাকা আয় করছেন। কিন্তু প্রথম দিকে তার স্বামী একাজে বাধা দেন। দিনের পর দিন স্বামীকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে সে কাজটি অব্যাহত রেখেছে। একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নে পাড়ার কিছু নারীকেও কাজ শেখাচ্ছেন যাতে তারা তাঁর কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। শেফালীর ইচ্ছা বাড়িতে একটা ব্লক-বাটিকের সেন্টার তৈরি করবেন। ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর প্রারম্ভিক তহবিল হতে এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন।

দক্ষ হয়ে আমি সাহসী হয়ে উঠি, এখন আর কারো দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না, বরং পরিবারকে সাহায্য করতে পারছি। আমি চাই আমার মত করে অন্যরাও প্রশিক্ষণ পেয়ে আত্মনির্ভর হোক।

শেফালী খাতুন

শিক্ষা : **৯ম শ্রেণি**

মাসিক আয় : **১০,০০০ টাকা**

কোর্স : **ফ্যাশন গার্মেন্টস**

ব্যাচ : **২য়**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০২২৭৩**

স্বামী : **জাকির হোসেন**

মাতা : **আমেনা খাতুন**

পরিবার : **স্বামী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে**

ঠিকানা : **পারকৃষ্ণপুর, দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা**

হাবিবুল্লাহ'র পরিবার দুঃশ্চিন্তামুক্ত

মাঝে মাঝে মাঠের কাজে বাবাকে সহযোগিতা আর পাশাপাশি লেখাপড়া। লেখাপড়ার গতিও ভাল না। আবার পুরোপুরি মাঠের কাজও তাঁর ভালো লাগে না। অন্যদিকে বাবার বয়স হয়েছে। ছেলের একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে বাবার মনেও শান্তি নাই। প্রশিক্ষণ চলাকালীনই পরিবারের মাধ্যমে বাজারে একটি ঘর দেখাশোনা চলতে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে পরিবার থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অগ্রসর ঋণ কর্মসূচি থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ, মোট ১ লাখ টাকা পুঁজি দিয়েই হাবিবুল্লাহ্‌র ব্যবসা শুরু। মোবাইলে গান ডাউনলোড, মোবাইলের খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রয় ও সার্ভিসিং থেকে প্রতিমাসে আয় হয় ৭-৮ হাজার টাকা। ছেলের বেকারত্ব দুর, বাজারের উপর একটি দোকান সামাজিকভাবে কৃষক বাবার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে ।

ছেলে রোজগার করছে, আমি বিরাট খুশি প্রয়োজনে ছেলেকে আরও সহযোগিতা করবো।

- সাহারুল ইসলাম (বাবা)

হাবিবুল্লাহ

বয়স : **১৭ বছর**

শিক্ষা : **৮ম শ্রেণি**

মাসিক আয় : **৭,০০০-৮,০০০ টাকা**

কোর্স : **মোবাইল ফোন সার্ভিসিং**

ব্যাচ : **৫ম**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৯৫৮**

পিতা : **সাহারুল ইসলাম**

মাতা : **হাজেরা বেগম**

পরিবার : **বাবা, মা, ২ বোন ও ২ ভাই**

ঠিকানা : **জলিলপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ**

হার না মানা রুপা হতে চায় সফল উদ্যোক্তা

বাবা ছিলেন কৃষক। বিঘে পাঁচেক ছিল তার কৃষিজমি। কৃষির উপর নির্ভর ছিল তাঁদের সংসার। বাবা-মায়ের অসচেতনতায় অষ্টম শ্রেণিতে লেখাপড়ার সময় রুপা খাতুনের বিয়ে হয়ে যায়। কিছু দিনের মধ্যে জন্ম নেয় একটি পুত্র সন্তান। কিন্তু স্বামী ভরণ-পোষণতো ঠিকমত করতোই না বরং রুপার উপর সবসময় চালাতো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এই অমানসিক নির্যাতন থেকে প্রাণে বাঁচতে বাবা-মায়ের পরামর্শে স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসে রুপা। সেলাই কাজটা আগেও একটু-আধটু জানতো কিন্তু পুরোপুরি দক্ষ ছিল না। প্রশিক্ষণ সেই দক্ষতা অর্জনে শুধু সাহায্য করেনি ব্যবসায়ী হতে উদ্যোগী করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ি ফিরে চুয়াডাঙ্গা সমবায় নিউ মার্কেটে মিতা টেইলার্স-এ কিছুদিন কাজ করে, পরে বাণিজ্যিকভাবে পাড়া-মহল্লার নারী ও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের অর্ডারি কাজ শুরু করে। পাশাপাশি বর্তমানে সে চুয়াডাঙ্গা হক পাড়ায় প্রতিভা বুটিকস্ হাউসে ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং নিজের টেইলরিং ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রতিমাসে গড়ে ৮ হাজার টাকা আয় হয়। তাঁর ইচ্ছে টেইলার্স ও বুটিকস্ ব্যবসা করে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

ডিভোর্স হওয়ার পর দিশেহারা হয়ে ভাবতাম- কী করবো, কোথায় যাবো, ছেলেকে কীভাবে বড় করবো? এখন আমি নিজেই রোজগার করি, নিজের সংসার নিজেই চালাতে পারি।

রুপা খাতুন

বয়স : **২২ বছর**

শিক্ষা : **৮ম শ্রেণি**

মাসিক আয় : **৮,০০০ টাকা**

কোর্স : **ফ্যাশন গার্মেন্টস**

ব্যাচ : **৪র্থ**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৫৩৬৪**

পিতা : **হাসেম আলী**

মাতা : **হালিমা খাতুন**

পরিবার : **বাবা, মা, ১ বোন ও ১ ভাই**

ঠিকানা : **ভোলাই দাইড়, নাগদাহ, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা**

কর্মচারী থেকে 'উজ্জল কম্পিউটার'-এর স্বত্ত্বাধিকারী উজ্জল

পড়াশুনায় খুব একটা ভালো না হওয়ায় অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষার পর মামার কাপড়ের দোকানে কর্মচারী হিসেবে যোগদান করে। কিন্তু সেখানে বেতন বেশি না, আবার মামাকেও কিছু বলতে পারে না। নিজে কিছু একটা করবে ভাবতে থাকে, কিন্তু কী করবে? নিজের না আছে পুঁজি, না আছে বিশেষ কোন দক্ষতা। পরক্ষণে SEIP প্রকল্পের অধীনে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময় মামার কাছ থেকে পাওয়া পারিশ্রমিক ২০ হাজার টাকা এবং বাবার কাছ থেকে পান ৩০ হাজার টাকা। মোট ৫০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নের পিচমোড় বাজারে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং-এর দোকান দেন। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ও তাঁর খুচরা জিনিসপত্র বিক্রি করে মাসে ১২ হাজার টাকা আয় করেন। কৃষক বাবাকে সংসার চালাতে সহযোগিতা করছে। ইতোমধ্যে নিজের আয়ের ৬৫ হাজার টাকা খরচ করে জমি কিনেছে। ডিপিএস-এ সঞ্চয় করছে মাসে এক হাজার টাকা।

পরের দোকানে কর্মচারী থেকে এখন নিজেই একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছি, এটাই আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার।

উজ্জল মিয়া

বয়স : **১৯ বছর**

শিক্ষা : **৮ম শ্রেণি**

মাসিক আয় : **১২,০০০ টাকা**

কোর্স : **মোবাইল ফোন সার্ভিসিং**

ব্যাচ : **৩য়**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৭২৯৭**

পিতা : **নেয়ামত আলী**

মাতা : **রওশন আরা বেগম**

পরিবার : **বাবা, মা ও ৩ ভাই-বোন**

ঠিকানা : **শাঁখারিয়া পীচমোড়, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা**

প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অদম্য মনিরা

পড়াশুনার পাশাপাশি কিছু করার ইচ্ছা তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। মনিরার মা ওয়েভ ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের একজন সদস্য। তাই মনিরার পক্ষে সহজ হয়ে যায় ফ্যাশন গার্মেন্টস বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা। প্রশিক্ষণ শেষে মেয়ের একাগ্রতা ও প্রচণ্ড ইচ্ছা দেখে বাবা-মা কষ্ট করে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেন। বাড়িতেই শুরু করেন তাঁর অর্ডারি পোশাক তৈরির কাজ। মনিরার হাতের সুনিপুণ কাজ আর গ্রাহকের চাহিদার প্রতি মনোযোগ গ্রামের মধ্যে তাঁর সুনাম এনে দিয়েছে। প্রতি মাসে গড়ে ৭ হাজার টাকা আয় করেন, যা দিয়ে নিজের পড়াশুনা চালানোর পাশাপাশি মোটা অংকের সহযোগিতা করেন পরিবারকে। এই ব্যবসায় নিজের ভবিষ্যত গড়ার চিন্তা এখন তাঁর।

আমরা তাকে অনেক সাহায্য করি, যাতে তাঁর ব্যবসা আরও বাড়ে। পাশাপাশি সে আমাদেরও সহযোগিতা করে। - *মা*

মনিরা খাতুন

বয়স : **১৯ বছর**

শিক্ষা : **এইচএসসি**

মাসিক আয় : **৭,০০০ টাকা**

কোর্স : **ফ্যাশন গার্মেন্টস**

ব্যাচ : **২য়**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০২২৯৭**

পিতা : **আঃ মজিদ**

মাতা : **আরিফা খাতুন**

পরিবার : **বাবা, মা, ১ ভাই ও ২ বোন**

ঠিকানা : **রামনগর, দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা**

প্রোঃ মোঃ পারভেজ
এখানে সকল প্রকার মোবাইল ফোনের
ব্যাটারী, চার্জার, হেডফোন, ডিসপ্লে, রেড
সহ যাবতীয় যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়।
বিঃ দ্রঃ দক্ষ মেকানিক দ্বারা মোবাইল সার্ভিসিং
হরিশপুর বাজার, বেগমপুর, চুয়াডাঙ্গা। মোবাঃ ০১৯৯৭-০৩৯০৭৬, ০১

জীবনের আলো খুঁজে পেল পারভেজ

অসৎ সঙ্গে প্রায় বাউণ্ডুলে হয়ে যাচ্ছিল পারভেজ। দশম শ্রেণিতে উঠার পরে আর পড়ালেখা হলো না। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবা-মায়ের চিন্তার অন্তঃ নাই। পারভেজের মা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সদস্য। তিনি সহজেই পারভেজ'কে ওয়েভ ফাউন্ডেশন পরিচালিত SEIP প্রকল্পের মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি করে দেন। প্রশিক্ষণ শেষে বাবার কাছ থেকে ২০ হাজার এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মোট ৭০ হাজার টাকা পুঁজি বানিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হরিষপুর বাজারে 'মা-বাবার দোয়া কম্পিউটার এন্ড মোবাইল' নামের একটি সার্ভিসিং সেন্টার খোলে। সেন্টারের সাথে সাথে খোলে তাঁর ভাগ্যের চাকা। বাবা–মা তাঁর উপর সন্তুষ্ট এখন। নিজের ঋণের কিস্তি শোধ করেও পরিবারকে সহযোগিতা করছে। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে।

আমি খারাপ পথে চলতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছে। আমি এই পথটাকেই ধরে রাখতে চাই।

পারভেজ মিয়া

বয়স : **১৮ বছর**

শিক্ষা : **১০ম**

মাসিক আয় : **১০,০০০ টাকা**

কোর্স : **মোবাইল ফোন সার্ভিসিং**

ব্যাচ : **৫ম**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৯৫৮৯**

পিতা : **মজিবুল হক**

মাতা : **পারভিনা বেগম**

পরিবার : **বাবা, মা, ১ ভাই ও ১ বোন**

ঠিকানা : **খোরশেদপুর, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা**

শারীরিক সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে মুসলিমা'র লড়াই

ইচ্ছাশক্তির যে কত ক্ষমতা সেটা মুসলিমা'কে দেখলে যে কারো বোধগম্য হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধিতা যে কারো জন্য বাধা হতে পারে না সে তাঁর জলন্ত উদাহরণ। ভ্যানচালক বাবার দুই ছেলে এক মেয়ের মধ্যে মুসলিমা ছোট। দুই ভাই বিয়ের পর আলাদা হয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধ বাবা ভ্যান চালিয়ে একাই সংসার চালায়। মুসলিমার ডান পায়ে কোন শক্তি নেই। লাঠি ভর দিয়ে হাটে। কিন্তু মনের শক্তিতে সে SEIP প্রকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করে বাড়িতে গেলে, বাবা খুব কষ্টে তাকে একটা সেলাই মেশিন কিনে দেন। শুরু হয় তাঁর নতুন দিনের পথচলা। এক পা দিয়েই সে মেশিন চালায়। সবে শুরু করেছে। প্রথম মাসে আয় করেছে ২,০০০ টাকা। উচ্চ শিক্ষার আশায় দামুড়হুদা'র ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হয়েছে একাদশ শ্রেণিতে। পেছনে তাকাতে নারাজ মুসলিমা। ভবিষ্যতে এটাকেই সে ব্যবসা হিসেবে দাঁড় করাতে চায়।

সবার ধারণা ছিল আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। সবার ধারণা আমি ভুল প্রমাণিত করতে চাই।

মোসাঃ মুসলিমা খাতুন

বয়স : **১৯ বছর**

শিক্ষা : **এসএসসি**

মাসিক আয় : **৫,০০০ টাকা**

কোর্স : **ফ্যাশন গার্মেন্টস**

ব্যাচ : **৯ম**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০১০৭২৩**

পিতা : **মোঃ হাছেন আলী**

মাতা : **মোসাঃ রহিমা খাতুন**

পরিবার : **বাবা, মা, ২ ভাই ও ১ বোন**

ঠিকানা : **ছাতিয়ানতলা, কার্পাসডাঙ্গা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।**

সাফল্যের যাদুর কাঠি রতনের হাতে

ইঞ্জিন চালিত নছিমন ভ্যান চালক বাবার চার সন্তানের মধ্যে মেজো আলমগীর হোসেন রতন। অষ্টম শ্রেণির পর আর পড়াশুনা এগোয়নি। বড় ভাই বিয়ে করে সংসার থেকে পৃথক হয়ে গেছে। বাবার রোজগারে সংসারে আর্থিক অস্বচ্ছলতা নিত্য ঘটনা। হতাশাগ্রস্থ রতন মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ নেয়। প্রশিক্ষণ শেষে বাবার সহায়তায় ৫০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে নিজ এলাকার বিত্তিপাড়া বাজারে প্রতিষ্ঠা করে রতন ইলেকট্রনিক্স এন্ড সার্ভিসিং সেন্টার। দোকানটি চালু হওয়ার পর আশায় বুক বাঁধলো রতনের পরিবার। কিন্তু কয়েকদিনের মাথায় একদিন রাতের আঁধারে দোকানের তালা ভেঙ্গে সর্বস্ব চুরি হয়ে যায়। এমনকি দোকানের সাইনবোর্ডটিও রেখে যায়নি। এ যেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে তাঁর পরিবার। এ সময় এগিয়ে আসে ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির হরিণারায়নপুর ইউনিট অফিস। ঋণ দেয় ৮০ হাজার টাকা। আবারো ঘুরে দাঁড়ায় আলমগীর হোসেন রতন। সেই থেকে চলছে তাঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিরন্তর সংগ্রাম। ইতোমধ্যে তাঁর দোকানে আরেকজন যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয়েছে।

সব বাঁধা পার হইয়ে ঘুইরে দাঁড়াইছি, মনের ভিতর ভালই লাগছে। মনে মনে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্নও দেকতিছি।

আলমগীর হোসেন রতন

বয়স : ২৪ বছর

শিক্ষা : ৮ম

মাসিক আয় : ১৫,০০০ টাকা

কোর্স : মোবাইল ফোন সার্ভিসিং

ব্যাচ : ৩য়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৫০০০০৭২৮৩

পিতা : মোঃ বাবুল ইসলাম

মাতা : জাহানারা বেগম

পরিবার : মা-বাবা, ৩ বোন ও নিজে

ঠিকানা : উজলপুর, বিত্তিপাড়া, ইবি থানা, কুষ্টিয়া

প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সংগ্রামী মিম-এর স্বপ্নযাত্রা

২০১১ সালে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী অবস্থায় বিয়ে, ২০১২ সালে একটি কন্যাশিশুর জন্ম। কিন্তু জন্মের কিছু দিন পরেই বাচ্চাটি মারা যায়। একদিকে সন্তানের মৃত্যুশোক অন্যদিকে যৌতুকের দাবিতে শশুরবাড়ির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিয়ের মাত্র দুই বছরের মাথায় তাদের ডিভোর্স হয়ে যায়। ভাইয়ের সংসারে বোঝা হয়ে না থেকে ভাগ্যান্বেষণে ২০১৪ সালে সে দুবাই পাড়ি জমায়। নানান বঞ্চনা-নির্যাতন শেষে দুবাই থেকে আড়াই বছর পর দেশে ফিরে আসে। দেশে এসে আবারও সেই অসহায় অবস্থা। প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন কিনে গ্রামের নারী ও শিশুদের অর্ডারি কাজ শুরু করে। পাশাপাশি বাড়িতে কিছু ছিট কাপড় তোলে। তাঁর উদ্যোগকে সফল করার জন্য সংস্থা তাঁকে প্রারম্ভিক তহবিল হতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে প্রতিমাসে গড়ে ১০ হাজার টাকা সে আয় করছে। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম রেখেছে "মিম ফ্যাশন টেইলার্স"। কিছুদিন হল সে বিয়ে করেছে। স্বামীর টাকার সাথে তার আয় যোগ করে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকায় নিজের নামে ২ কাঠা জমি কিনেছে।

> কোন কাজ না শিখে বিদেশ গিয়ে অসম্মানিত হওয়ার চাইতে, কাজ শিখে দেশে ইনকাম করার যে কিরাম সুখ, তা আমিই বুঝি।

মিম আক্তার

বয়স : ২৪ বছর

শিক্ষা : ৮ম শ্রেণি

মাসিক আয় : ১০,০০০ টাকা

কোর্স : ফ্যাশন গার্মেন্টস

ব্যাচ : ৪র্থ

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৫০০০০৫৩৭১

পিতা : আরমান আলী

মাতা : আরিফা বেগম

পরিবার : মা, ভাই ও স্বামী

ঠিকানা : মোহাম্মদপুর, ২নং ওয়ার্ড, দর্শনা পৌরসভা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা

DON'T
GIVE UP
I AM BUILT FOR
GREATNESS

ঐতিহাসিক আট কবর বাজারের রাশেদুল

'আট কবর' মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে আটজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সমাধিস্থল চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একটি ঐতিহাসিক স্থান। সেই আট কবর বাজারে 'ভাই ভাই টেলিকম' একটি মোবাইল ফোন সার্ভিসিং সেন্টার যার স্বত্ত্বাধিকারী রাশেদুল। পার্শ্ববর্তী শিবনগর গ্রামের কৃষক বাবার চার ছেলের মধ্যে সে তৃতীয়। পড়াশুনায় ভালো করতে না পারায় নবম শ্রেণির পর ইতি টানেন। পড়াশোনা বন্ধ, মাঠের কাজে অনভ্যস্ততা, অন্য ভাইদের রোজগারে বসে বসে খাওয়া- সে এক বিভীষিকাময় জীবনযাপন। এ জীবন থেকে মুক্তি পেতে ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারের SEIP প্রকল্পে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণটি মনোযোগ দিয়ে সম্পন্ন করেন। ব্যবসা করার ইচ্ছা কিন্তু পুঁজি? আবারও এখানে-সেখানে ধর্না দেয়া। অবশেষে বড় ভাই তাকে ব্যবসা করার জন্য দেন ৫০ হাজার টাকা। যা দিয়েই তিনি দোকান নেন দ্রুত বর্ধিষ্ণু আট কবর বাজারে। পরিবারের অন্যদের রোজগারের পাশাপাশি রাশেদুল-এর রোজগার পরিবারে এনেছে সচ্ছলতা। বাড়িয়েছে সামাজিক মর্যাদা। ব্যবসাটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাশেদুল বদ্ধপরিকর।

লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ফোন সার্ভিসিং-এর কাজ শিখে এখন আমি আয় করছি। আমার অনেক ভালো লাগছে।

রাশেদুল ইসলাম

বয়স : **২১ বছর**

শিক্ষা : **৯ম শ্রেণি**

মাসিক আয় : **৯,০০০ টাকা**

কোর্স : **মোবাইল ফোন সার্ভিসিং**

ব্যাচ : **৪র্থ**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৮৪২৬**

পিতা : **আসাদুল ইসলাম**

মাতা : **রশিদা বেগম**

পরিবার : **বাবা, মা ও ৪ ভাই**

ঠিকানা : **শিবনগর, আট কবর, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা**

FLYING MAN

আঁধার ঘরের বাতি এখন রাবেয়া'র হাতে

সাত বছর বয়সেই বাবা মারা যান। মেয়েকে নিয়ে মায়ের আশ্রয় নানীর বাড়িতে। নানীর বাড়িতে নানীই একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। নেই কোন সম্পদ বা আবাদী জমি। ভাঙ্গা কুড়ে ঘরে বিধবা মেয়ে ও তাঁর সন্তান নিয়ে নানী পড়েছে অকুল পাথারে। কষ্টের দিন যেন তাদের শেষ হতে চায় না। দিনে দিনে রাবেয়া বড় হয়। অষ্টম শ্রেনীতে পড়া অবস্থায় রাবেয়ার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ। ততদিনে সে এক মেয়ে সন্তানের মা। নিরুপায় রাবেয়া চলে আসে নানীর বাড়ি। অবশেষে SEIP প্রকল্প থেকে সফল ভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করে। এরপর ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন ও কিছু ছিট কাপড় কিনে বাড়ীতে বসেই শুরু করে নারী শিশুদের পোশাক তৈরীর কাজ। রাবেয়ার মা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ছিট কাপড় বিক্রি করে এবং রাবেয়ার জন্য পোশাক তৈরীর অর্ডার নিয়ে আসে আবার ডেলিভারীও দিয়ে আসে। ব্যাংকে ৫০০ টাকার একটি ডিপিএস চালায়। মেয়ে, মা, আর নানীকে নিয়ে বর্তমান খুব ভালো কাটছে তাঁর।

সাগরে ভাসছিলাম। প্রশিক্ষণটি নিয়ে মনে হচ্ছে কূল পাইছি।

মোছাঃ রাবেয়া খাতুন

বয়স : **২৬ বছর**

শিক্ষা : **৮ম**

মাসিক আয় : **৭,০০০ টাকা**

কোর্স : **ফ্যাশন গার্মেন্টস**

ব্যাচ : **৫ম**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : **২৫০০০০৭২৭৮**

পিতা : **ইদ্রিস আলী**

মাতা : **শিল্পী বেগম**

পরিবার : **নানী, মা, মেয়ে ও নিজে**

ঠিকানা : **কালিচরনপুর, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ**

কারিগরি দক্ষতা
বৃদ্ধি করে
আত্মবিশ্বাস
সফলতা

WAVE FOUNDATION

প্রশিক্ষণ

ফ্যাশন গার্মেন্টস ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং কোর্সের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Investment Program (SEIP)-এর আওতায়
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আবাসন

শিক্ষা সহায়ক আধুনিক পরিবেশে দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

সফ্‌টস্কিল প্রশিক্ষণ

ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসিক কম্পিউটার, জব ইন্টারভিউ, ব্যবসা উদ্যোগসহ নানামূখী সফ্‌টস্কিল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কারিগরি প্রশিক্ষণে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম

তরুণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি নৈতিক অবক্ষয় রোধে সুষ্ঠু মনন চর্চায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণে মূল শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার আয়োজন করা হয়।

মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণার্থীসহ সংস্থার প্রশিক্ষক ও অন্যান্যরা মহান শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের দর্শনা ও চুয়াডাঙ্গা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন।

বিগত ১২ই ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ফ্যাশন গার্মেন্টস কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে 'আগামীর স্বপ্ন' শিরোনামে একটি ইয়ুথ কাউন্সেলিং সেশনের আয়োজন করা হয়। দুই ঘণ্টা ব্যাপী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে অধিবেশনটি ফেসিলিটেট করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী ও অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠন-এর সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ক সম্পাদক সৌম্যজিতা শ্রুতি। সামাজিক দায়বদ্ধতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটিভ সিটিজেনস, চুয়াডাঙ্গা'র সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর সরব উপস্থিতি রয়েছে। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের জীবনের লক্ষ্য পূরণে পরিশ্রম, সততা এবং সৃজনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং জীবনের লক্ষ্য পূরণে প্রতিটি মানুষকে স্বপ্ন দেখায় উদ্বুদ্ধ করেন। অধিবেশনের শেষ পর্বে প্রকল্পের সকল প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে তাদের কর্মসংস্থান নিয়ে নিজ নিজ স্বপ্ন উপস্থাপন করে। 'আগামীর স্বপ্ন' ইয়ুথ কাউন্সেলিং সেশনের পরিকল্পক এস এম খালেদ মাহফুজ, পিকেএসএফ এবং অধিবেশনের সঞ্চালক জনাব আবদুস সালাম, ওয়েভ ফাউন্ডেশন উপস্থিত ছিলেন।

ইন্টার্নশীপ

প্রকল্পের আওতায় তিন মাস মেয়াদী কোর্সে প্রতিষ্ঠিত দক্ষ কর্মী ও প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি দুই সপ্তাহের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ণ

প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা এসেসর কর্তৃক চূড়ান্ত মূল্যায়ণের মাধ্যমে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

প্রারম্ভিক পুঁজি তহবিল

প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে যে সকল প্রশিক্ষণার্থী অর্জিত দক্ষতাকে পুঁজি করে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে প্রাপ্ত প্রারম্ভিক পুঁজি তহবিল (Start-up Capital Fund) থেকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন ১২ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে নমনীয় সার্ভিস চার্জে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়াও সংস্থার অগ্রসর ঋণ কর্মসূচি (Micro Enterprise Loan) থেকে ব্যবসার প্রাথমিক পুঁজি হিসেবে ১০,৯৫,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ধারা অব্যাহত রয়েছে।

কর্মসংস্থান বিষয়ক চাকুরিদাতা সমাবেশ

২ এপ্রিল ২০১৭, সকাল ১০টায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান বিষয়ক চাকুরিদাতা সমাবেশ। আঞ্চলিকভাবে কর্মসংস্থান ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিক, ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি, উদ্যোক্তা, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি এবং সংস্থার কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ। এ সমাবেশের ফলে চাকুরি দাতা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিসহ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাৎক্ষনিকভাবে প্রশিক্ষিতদের চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সংস্থার সাথে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের একটা লিংক তৈরি হয়।

নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

বিগত ২৫ জুলাই ২০১৮ পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে ফ্যাশন গার্মেন্টস কোর্সের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০ জন নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর-এর আয়োজন করা হয়। এ ১০ জন তরুণ নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাঁদের অভিভাবকসহ পিকেএসএফ-এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা সিদিপ-এর সহযোগিতায় মুন্সীগঞ্জের মিনি গার্মেন্টস ক্লাস্টার পরিদর্শন করেন। অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর উদ্বোধন করেন জনাব আবুল কাশেম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, SEIP, পিকেএসএফ। এছাড়াও মুন্সীগঞ্জ-এর মিনি গার্মেন্টস ক্লাস্টার বিষয়ক তথ্য উপস্থাপন করেন শেখ সেলিম, মহাব্যবস্থাপক, সিদিপ। পরিদর্শনকালে নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ সরাসরি মিনি গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকদের সাথে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি বোঝার চেষ্টা করেন। পরিদর্শন শেষে সিদিপ-এর মুন্সীগঞ্জ সদর কার্যালয়ে নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ২ জন সফল উদ্যোক্তা তাদের সফলতার গল্প উপস্থাপন করেন। তাদের সাথে নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন করে নিজেদের সমৃদ্ধ করেন। দিনব্যাপী এই অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর শেষে নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ অভিমত প্রকাশ করেন, 'এই সফরে অংশগ্রহণ করে তাঁরা বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং চুয়াডাঙ্গা জেলায় তাঁরা এই ধরনের উদ্যোগ নিতে একধাপ এগিয়ে গেল।' অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজনটি সমন্বয় করেন এস এম খালেদ মাহফুজ, পিকেএসএফ এবং আব্দুস সালাম, ওয়েভ ফাউন্ডেশন। পরিদর্শনকারী নারী উদ্যোক্তগণ পরিদর্শনকালে বিভিন্ন মিনি গার্মেন্টস-এর

উদ্যোক্তা ও স্থানীয় ২ জন সফল উদ্যোক্তা যথাক্রমে আপন ফ্যাশন টেইলার্স এর মালিক মোঃ পনির হোসেন ও মা গার্মেন্টস-এর মালিক মোঃ আসাদুল শেখ এর সাথে সিদিপ-এর মুন্সীগঞ্জ সদর কার্যালয়ে মতবিনিময়কালে মিনি গার্মেন্টস শুরু করতে পুঁজির পরিমাণ, শ্রমিকের দক্ষতা, দক্ষ শ্রমিকের পর্যাপ্ততা, শ্রমিকের বেতন, কারখানার ঘর, মেশিন, কাজের অর্ডার, কাঁচামালের সহজলভ্যতা,বাজারজাতকরণ পদ্ধতি, প্যাকেজিং, ডিজাইন, মজুদ, মৌসুমী প্রভাব ইত্যাদি বিষয় জেনে নেয়ার চেষ্টা করেন।

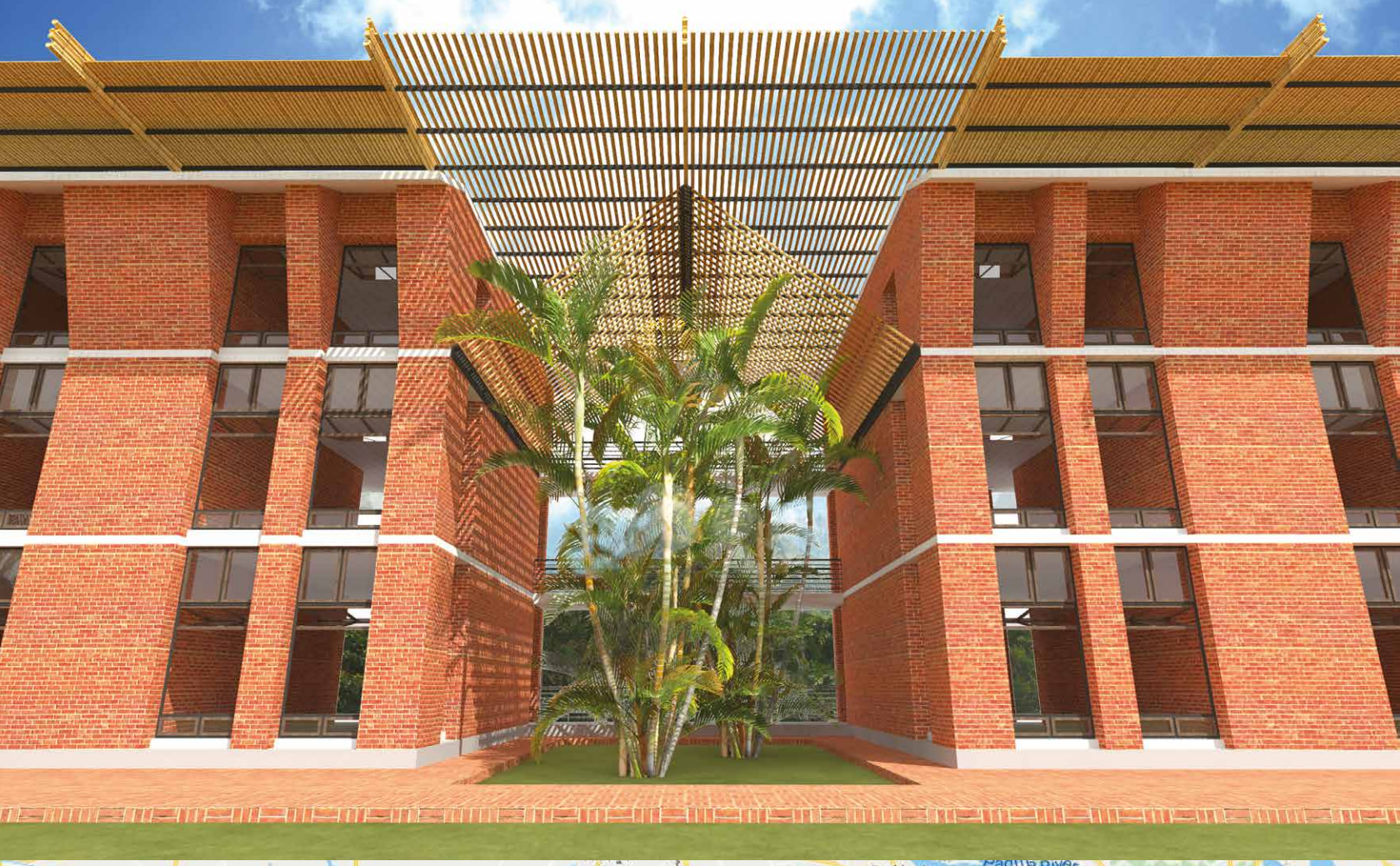

ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টার

দুধপাতিলা, দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা

© WAVE Foundation 2018

3/11, Block- D, Lalmatia
Dhaka-1207, Bangladesh

T : +88 02 8143245, 58151620
F : +88 02 8143245 58151620 (Ext. 123)

E : info@wavefoundationbd.org
FB : facebook.com/wavefoundationbd

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION